SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশন
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ১১ । সংখ্যা ৩৫ | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরো ২০০ কোটি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান ও এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরো ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সই করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার আগারগাঁও পর্যটন ভবন মিলনায়তনে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি এবং শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, গত অর্থবছরে একমাত্র শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকা এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ শতভাগ বিতরণ করে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। এজন্য তিনি অংশীদার বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের ২০০ কোটি টাকা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিতরণ শেষ করা সম্ভব হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্যোক্তা ও নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান তিনি।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি বলেন, এই প্রণোদনা প্যাকেজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে এসএমই খাত শক্তিশালী হবে। তিনি আরো বলেন, প্রথম দফার ১০০ কোটি টাকা সঠিকভাবে বিতরণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রমাণ করেছে যে, তার সক্ষমতা আছে। সুতরাং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি অর্থ বরাদ্দ দেয়াসহ অধিক পরিসরে দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো ও আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ হলে সরকারের নির্বাচনী লক্ষ্য অনুযায়ী নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ও কর্মসংস্থান বাড়বে। তবে সত্যিকার অর্থে এসএমই খাতের উন্নয়ন করতে হলে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা এসএমই পল্লী ও তাদের পণ্যের জন্য বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বলেন, কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ক্ষতি কাটিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতি সচল করতেই সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরো বলেন, নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন ও আইসিটি বিভাগ একসাথে কাজ করতে পারে ।

শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, সঠিক উদ্যোক্তারা যেন প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ পায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তা নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এসএমই খাতকে এগিয়ে নিতে না পারলে সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠন কঠিন হবে। এজন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিশেষ করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

(অবশিষ্ট ২য় পৃষ্ঠায়)

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন: ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তিনি ব্যাংক ও অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রান্তিক এসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের অনুরোধ করেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, বেসিক ব্যাংক, দ্যা সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, আইডিএলসি ফাইন্যান্স এবং লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সারাদেশের প্রায় ১০০টি এসএমই ক্লাস্টার, চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সারাদেশের নারী-উদ্যোক্তা এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত এসএমই উপখাত, ট্রেডবডি এবং গ্রুপের তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ না পাওয়া পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করবে। মোট ঋণের অন্তত ৩০% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। চলতি অর্থবছরে আরো ২০০ কোটি টাকা এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দ দেয় অর্থ বিভাগ।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, করোনা মহামারীর কারণে গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরির উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেয়া হবে:

- যারা সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি;
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা;
- নারী-উদ্যোক্তা;
- নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক ঋণ পাননি;
- পশ্চাৎপদ ও উপজাতীয় অঞ্চল, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাগণ।

এই ঋণের সুদের হার হবে মাত্র ৪%। একজন উদ্যোক্তা সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। উদ্যোক্তাগণ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ পাবেন। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। ব্যাংকের চাহিদাকৃত ডকুমেন্টসহ 'সম্পূর্ণ/পরিপূর্ণ ঋণ আবেদনপত্র' ব্যাংকের নিকট দাখিলের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। সাধারণভাবে একক ও যৌথ মালিকানাধীন উদ্যোগের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হবে। তবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র, বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫জন উদ্যোক্তার অনুকূলে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে। গত অর্থবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক এক/একাধিক শাখায় ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করবে। উদ্যোক্তারা ফোকাল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবেন। ফোকাল কর্মকর্তা এসএমই ফাউন্ডেশন, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা এবং উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করবেন।

প্রণোদনা প্যাকেজের ২০০ কোটি টাকা সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে এসএমই চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন ও নারী-উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন

এসএমই চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন ও নারী-উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের ২০০ কোটি টাকার ঋণের ৩০% এর বেশি নারী-উদ্যোক্তাদের দিতে চায় এসএমই ফাউন্ডেশন। ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার, ঋণ বিতরণের প্রস্তুতি নিয়ে সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন এবং নারী-উদ্যোক্তা সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মির্জা নুরুল গণী শোভন, প্রাক্তন সদস্য রাশেদুল করীম মুন্নাসহ বিভিন্ন ট্রেডবডি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় ড. মোঃ মফিজুর রহমান আরো বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৭৫ লাখ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনতে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে পরিচালক পর্ষদের ১২৩তম সভায় ঋণ বিতরণ নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। তারই আলোকে সারাদেশের এসএমই ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের মোট বিতরণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে ১০%। ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের ৭০% এবং ট্রেডিং খাতের উদ্যোক্তাদের ৩০% ঋণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এছাড়া আবেদনের পর দ্রুততম সময়ে উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হবে এবং ৫ কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ পাওয়া বা না পাওয়ার কারণ জানিয়ে দেয়ার বিষয়টি নীতিমালায় যুক্ত করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা সাধারণ প্রচলিত ব্যাংক কর্তৃক হয়রানি দূর করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলাদা এসএমই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এ প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণসহ ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করতে পৃথক এসএমই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে অ্যাডভোকেসি করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। তিনি আরো জানান, এবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনতে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ কয়েকটি নতুন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তিনি আরো বলেন, প্রথম দফার ১০০ কোটি টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে, তা দূর করে দ্রুততম সময়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা বিতরণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে মোতাবেক বিতরণ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্সটিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন’ ও ‘বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার’ উদ্বোধন

‘ইন্সটিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন’ ও ‘বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসার বিকাশ, ব্যবসার সমস্যা সমাধানে সহায়তা, প্রাথমিক পর্যায়ের প্রযুক্তিগত সেবা, প্রাথমিক তহবিল, ল্যাব সুবিধা, পরামর্শ, নেটওয়ার্ক এবং বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। সেই সাথে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ‘ইন্সটিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন’ও উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর বেগম রোকেয়া সরণীর পশ্চিম কাফরুলে জহির স্মার্ট টাওয়ারে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক মির্জা নুরুল গণী শোভন এবং এনায়েত হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণসমূহকে আরো অর্থবহ করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইন্সটিটিউট অব এমএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইন্সটিটিউট অব এমএমই ফাউন্ডেশনে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ ভেন্যু এবং ২০জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা সম্ভব হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি বা এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ারও আশ্বাস দেন তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই খাতের দ্রুত অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি। বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার মূলত পরামর্শমূলক এবং প্রশাসনিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এ সম্ভাবনাময় ক্লাস্টারগুলোতে ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন ও কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এসএমই ফাউন্ডেশনকে প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থার ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। তারই আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করে যাছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর উদ্যোগে (Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project (SMEDP-2)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু’টি পাইলট ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুস সালাম সরদারকে আহ্বায়ক এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে সদস্য সচিব করে গঠিত বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার পরিচালনায় পরামর্শক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আইসিটির সিইও শহীদ উদ্দিন আকবর, এফ এম প্লাস্টিক এর সত্ত্বাধিকারী গাজী তৌহিদুর রহমান এবং এম্পায়ার টু ইনোভেট এটুআই এর প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ জুয়েল ও একজন নারী-উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ইউওআই সিস্টেম লি. এর সিইও ফারজানা এ রহমান ।

সিএমএসএমই’র সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে অংশীজন সভা আয়োজন

সিএমএসএমই’র সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অংশীজন সভায় অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীতব্য জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)-এর সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে ১৪ জুলাই ২০২১ অনলাইনে অংশীজন সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন এসএমই ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি-এর সঞ্চালনায় সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক প্রতিনিধি, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেডবডি’র প্রতিনিধি, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিনিধি, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত এসএমই। কোভিড উত্তর পৃথিবীতে কোভিডকালীন ক্ষতি বিবেচনার পাশাপাশি গত দশ বছরে আমাদের অর্থনীতির যে সম্প্রসারণ হয়েছে ও যেসব নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেসব বিবেচনায় রেখে আমাদের এসএমই’র নতুন সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে হবে। সভায় প্রাপ্ত মতামতের সমন্বয়ে সংশোধিত সিএমএসএমই’র সংজ্ঞা নির্ধারণে আবারো সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিএমএসএমই খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভা

কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের বিতরণকৃত ১০০ কোটি টাকার ৩৩ শতাংশই পেয়েছেন নারী-উদ্যোক্তারা। ১৩ জুলাই ২০২১ প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে অনলাইনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। তিনি আরো জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাত্র ৪% সুদে দেশের ৫৪ জেলার ১০৭৩জন উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা বিতরণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। দুই মাসেরও কম সময়ে এই ঋণ বিতরণের জন্য তিনি এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্র্যাক ব্যাংক ও আইডিএলসি'র কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি নানাভাবে এ ঋণ বিতরণে সহযোগিতার জন্য ফাউন্ডশেনের চেয়ারপার্সন, পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে চলতি অর্থবছরেও এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আরো ২০০ কোটি টাকা ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করতে অংশীদার ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। এর মধ্যে গত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা সফলভাবে বিতরণের পর চলতি অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সারাদেশের নারী-উদ্যোক্তা এবং এসএমই ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত এসএমই উপখাত, ট্রেডবডি এবং গ্রুপের তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ না পাওয়া পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করবে। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় ২৪টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনলাইনে আয়োজিত সিএমএসএমই খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

তিনি আরো বলেন, ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নিবিড় যোগাযোগ এবং সরাসরি মনিটরিং করার কারণে এবং অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই অতি অল্প সময়ে ১০০ কোটির স্থলে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা বিতরণ সম্ভব হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশা করেন, যে প্রণোদনা প্যাকেজের ২০০ কোটি টাকা বিতরণের ক্ষেত্রেও ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমানভাবে এগিয়ে আসবে, যাতে নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়।

নারী-উদ্যোক্তা ও এসএমই ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভা আয়োজন

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের দ্বিতীয় প্রণোদনার আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা ৩০ জুন ২০২১-এর মধ্যেই বিতরণ সম্পন্ন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। নীতিমালা অনুযায়ী মোট ঋণের কমপক্ষে ২৫% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মোট ঋণের ৩৩.২৫% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এই ঋণ পেতে নারী-উদ্যোক্তাগণ নানামুখী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে আরও অধিক সংখ্যক নারী-উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং নারী-উদ্যোক্তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে আগ্রহী নারী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে ১৭ জুলাই ২০২১ অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার এর সঞ্চালনায় সভায় প্রায় ৪০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২৫ জুলাই ২০২১ এসএমই ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার এর সঞ্চালনায় সভায় ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের ২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ফাউন্ডেশনের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভা অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সভায় নারী-উদ্যোক্তা ও ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে আরো বেশি পরিমাণ নারী ও এসএমই ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার আশ্বাস দেন।

এসএমই ফাউন্ডেশন ও ডিসিসিআই'র উদ্যোগ 'এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তি' ওয়েবিনার আয়োজন

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর যৌথ উদ্যোগ 'এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তি' ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এসএমই খাত। এই খাতের গুরুত্ব নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তবে ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের ১ কোটিরও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার উন্নয়নে কাজ করা এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য কঠিন উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে নিয়মিত সরকারের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ নেই, যা এসএমই খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নে অন্যতম বড়ো বাধা। তিনি আরো বলেন, 'সবাইকে নিয়ে একসাথে অগ্রসর না হলে টিকে থাকা সম্ভব নয়' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য অনুসারে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার এসএমই খাতের উন্নয়ন। অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তবে তা বাধাহীনভাবে প্রকৃত

এসএমই ফাউন্ডেশন ও ডিসিসিআই'র উদ্যোগ 'এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তি' ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের পৌঁছে দিতে সবাই দায়িত্ব পালন করছে কিনা, তা নজরদারি করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আন্তরিক চেষ্টার ফলেই লকডাউনের মধ্যেও দেড় মাসের কম সময়ে ১০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্ভব হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরেও ঋণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের ২০০ কোটি টাকার ঋণের অন্তত ৩০% এর বেশি নারী-উদ্যোক্তাদের দিতে চায় এসএমই ফাউন্ডেশন। ঋণের জন্য আবেদনের পর ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হবে এবং ৫ কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ পাওয়া বা না পাওয়ার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে। এসব বিষয় সংশোধিত ঋণ বিতরণ নীতিমালায় যুক্ত করেছে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ। অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টার এবং ঝালকাঠির শীতলপাটি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন

পটুয়াখালীর বাউফলের মৃৎশিল্প ক্লাস্টার উন্নয়নে কাজ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। সম্ভাবনাময় এ ক্লাস্টারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে গিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাউফল পৌরসভার পালপাড়ায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র জিয়াউল হক জুয়েল, মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি বিশ্বেশ্বর কুমার পাল। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টারের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির সংযুক্তি, বাজারজাতকরণে সহায়তা ও স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হবে। মৃৎশিল্প সমিতির নেতৃবৃন্দ এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা জানান, ক্লাস্টারটিতে ৫শ' পরিবার ও ৩ হাজার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। বাউফলের মৃৎশিল্প গৃহস্থালি ব্যবহারের পাশাপাশি সাজসজ্জার কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঝালকাঠির নলছিটি শীতলপাটি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এ সময় তিনি ক্লাস্টারের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে শীতল পাটি তৈরির সাথে জড়িত শতাধিক উদ্যোক্তার সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রায় দুই

বাউফল মৃৎশিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের সাথে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্মকর্তাবৃন্দ ও বাউফলের পৌর মেয়র

শতাধিক উদ্যোক্তা ও তাদের পরিবারের দেড় হাজার সদস্য এ শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য, বরিশালের বাকেরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের আরো ৪-৫শ' উদ্যোক্তা শীতল পাটি তৈরির কাজ করছেন বলে জানা যায়।

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ (EC4J) প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহমানসহ প্রকল্পের এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের লক্ষ্যে ভৈরব পাদুকা কারখানা মালিক সমবায় সমিতি কর্তৃক ক্রয়কৃত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ভৈরবে পাদুকা শিল্পের উত্থান। ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারে মূলত চামড়া ও রেক্সিনের স্যান্ডেল উৎপাদিত হয়ে থাকে। সমিতির তথ্য মতে, এই ক্লাস্টারের ৩০০০-৩৫০০ কারখানায় প্রায় ২৫ হাজার কর্মী নিয়োজিত আছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় প্রায় ৪০জন উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট উইং এর উদ্যোগে ক্লাস্টারটিতে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, পণ্য বহুমুখীকরণ, অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তি উন্নয়ন উইং কর্তৃক উদ্যোক্তাদের কাটিং ও সুইং অপারেশন, কমপ্লায়েন্স ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, এবং পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে মানিব্যাগ, বেল্ট, চাবির রিং, ও অক্সফোর্ড সু উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভা আয়োজন

চট্টগ্রামে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভায় অতিথিবৃন্দ

রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভায় অতিথিবৃন্দ

ক্ষুদ্র ও নারী-উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সহজ করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ চট্টগ্রামে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভায় এ আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিতরণকৃত ১০০ কোটি টাকার ৬৬.৭৫% পুরুষ উদ্যোক্তা এবং ৩৩.২৫% ঋণ নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। চলতি অর্থবছরের ২০০ কোটি টাকার ঋণও আগের চেয়ে আরো বেশি নারী-উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করতে চায় এসএমই ফাউন্ডেশন। এজন্য সারাদেশে নারী-উদ্যোক্তাদের ঋণের জন্য কাগজপত্র তৈরি, নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করা, ব্যাংকারদের সাথে ম্যাচমেকিংসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই ২০০ কোটি টাকা বিতরণ শেষ করে সরকারের কাছে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য আরো অর্থ দাবি করা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রেসিডেন্ট ইন-চার্জ আবিদার মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক আরিফ হোসেন খান। ড. মোঃ মফিজুর রহমান আরো বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তার ৮৩.২৪% উদ্যোক্তাই ছিলেন ঢাকার বাইরের।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের ২০ হাজার কোটি টাকা ধীরগতিতে বিতরণ হওয়ায় এবং টাকার পরিমাণ কম হওয়ায় অনেক উদ্যোক্তাই ঋণ পাননি। এছাড়া ব্যাংক ঋণ পেতে উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন দেশের এসএমই উদ্যোক্তারা। তাই তাদের ঋণ দিতে সহায়তামূলক মনোভাব নিয়ে সেবা দেয়ার আহবান তিনি। ব্যাংক ঋণ পেতে নিজেদের ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যাংক লেনদেন, ট্রেড লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন তিনি। এই ঋণের সুদের হার শতকরা ৪ ভাগ এবং ঋণ চুক্তির স্ট্যাম্প চার্জ ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি। ব্যাংক থেকে উদ্যোক্তারা যেন ফিরে না যায়, তা নিশ্চিত করতে এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ নীতিমালা ব্যাংকের সব শাখায় পৌঁছে দেয়ারও অনুরোধ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মাহতাব উদ্দিন। বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতি ও উত্তরবঙ্গ বেকারি শিল্প মালিক সমিতির সদস্য উদ্যোক্তা, নারী-উদ্যোক্তা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাযক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান যা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাপক জনপ্রিয় ও প্রসংশিত হয়েছে। এছাড়া উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অটোমেশনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে ফাউন্ডেশন। এসএমই উদ্যোক্তাগণ ও তাঁদের প্রয়োজনীয় ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তথ্যের জন্য ফাউন্ডেশনে অনুরোধ করে আসছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অটোমেশন করার লক্ষ্যে সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কর্মশালায় ব্যবসা পরিচালনায় বিভিন্ন সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়। এসএমই উদ্যোক্তাদের নিকট ডিজিটাল সেবা বিষয়ে উপস্থাপনার জন্য বেসিস তাঁদের সদস্য প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত আইটি কোম্পানিসমূহের তালিকা ও সেবার নাম প্রদান

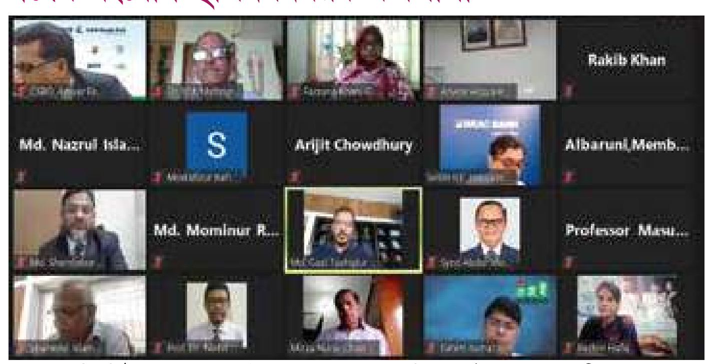

আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

করে। আইটি কোম্পানিসমূহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের সেবা বিনামূল্যে প্রদান করবে।

এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শন, উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ

২৪-২৬ আগস্ট ২০২১ যশোর জেলার ৪টি ক্লাস্টার পরিদর্শন করে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল। ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া'র নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন উপ ব্যবস্থাপক অসীম কুমার হালদার ও সহকারী ব্যবস্থাপক মেহেদী হাসান। প্রতিনিধি দল যশোর নকশীকাঁথা ক্লাস্টার, নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, যশোর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার ও ঝিকরগাছার গদখালী ফুলের ক্লাস্টার পরিদর্শন ও অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লাস্টারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরূপনের লক্ষ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এবং ক্লাস্টারের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়। পরিদর্শনকালে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যশোর নকশীকাঁথা ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশন ও যশোর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়।

ক্লাস্টার পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

‘The Future of SMEs after the Corona Crisis: Challenges and Opportunities’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ

অনলাইনে আয়োজিত ‘The Future of SMEs after the Corona Crisis: Challenges and Opportunities’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশ

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং জার্মান সংস্থা এফইএস বাংলাদেশ আয়োজিত ‘The Future of SMEs after the Corona Crisis: Challenges and Opportunities’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক’ ড. আতিউর রহমান। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ, অধ্যাপক ড. শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী এবং ইউএনডিপি'র কান্ট্রি অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রকাশিত ‘The Future of SMEs after the Corona Crisis: Challenges and Opportunities’ শীর্ষক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক’ ড. আতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ ভাগ। এই খাতের অবকাঠামো ও ক্লাস্টার উন্নয়নে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ সরকারের একটি কার্যকর উদ্যোগ। সেই সাথে এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগের দিকেও নজর দেয়া হয়েছে এই নীতিমালায়। তিনি আরো বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব ৬৬% কমেছে, ৭৬% পণ্য অবিক্রিত রয়ে গেছে। এই খাতের ৪২% কর্মী আংশিক বেতন পেয়েছে, ৪% কর্মী বেতনই পায়নি। এমন পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এই খাতের জন্য আরো অন্তত ২০হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।তার মতে, করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এসএমই খাতের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। ড. আতিউর রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ভারত এসএমই খাতের জন্য মোট প্রণোদনা প্যাকেজের ৩৮%, থাইল্যান্ড ৩৩%, মালয়েশিয়া ২৪ ভাগ বরাদ্দ করলেও বাংলাদেশের বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ২২%। তাই এ তিনি এসএমই খাতের জন্য সরকারের প্রণোদনার পরিমাণ আরো বাড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন:

- এসএমই নীতিমালা ২০১৯ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন;
- এসএমই ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এসএমই প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ;
- প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ নজরদারির জন্য ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড তৈরি;
- ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে মধ্যে সংযোগ তৈরি এবং ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের উন্নয়ন;
- রপ্তানিমুখী এসএমই এবং নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া;
- পরিবেশবান্ধব এসএমই প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া।

শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি এসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত। কোভিড-১৯ এর কারণে এই খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকার ইতোমধ্যে এসএমই খাতকে প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তা দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় গত অর্থবছরের ১০০ কোটি টাকার মতো চলতি অর্থবছরেও ২০০ কোটি টাকা বিতরণে এসএমই ফাউন্ডেশন সক্ষম হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রণোদনার অংশ হিসেবে মাত্র ৯৫ হাজার এসএমই উদ্যোক্তার মাঝে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুসারেই দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৮ লাখের বেশি। তাই দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেই সাথে এসএমই খাতের উন্নয়নে কাঠামোগত ও নীতি সংস্কার করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বর্তমান করোনা প্রেক্ষাপটে অনলাইন ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান যা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োজন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন মার্কেটপ্লেস সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং কেনাকাটায় বড় মাধ্যম হয়ে উঠছে এই সকল মার্কেটপ্লেসসমূহ। পাশাপাশি বিগত কয়েক বছরে অনলাইনে কেনাকাটার চাহিদাও অনেক বেড়েছে।

অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে পণ্য বিপণনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন। এসএমই উদ্যোক্তাগণকে অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইতিমধ্যে আজকেরডিল.কম, প্রিয়শপ.কম এবং চালডাল.কম এর সাথে তিনটি কর্মশালা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ এ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহ হতে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি এবং অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাসমূহে ১৫০জন এসএমই উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ ‘অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগ হতে ০৯টি চেম্বার অব কমার্স এবং অ্যাসোসিয়েশন এর ২২জন মনোনীত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পুঁজিবাজারের মাধ্যমে ৫-৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সংগ্রহে এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে এসএমই ফাউন্ডেশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

পুঁজিবাজার থেকে ৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন এসএমই উদ্যোক্তারা। Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, ২০১৮ অনুসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজার থেকে মূলধন আহরণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-(ডিএসই)। ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ সোমবার রাজধানীর ক্ষিলখেতের ডিএসই টাওয়ারে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আমিন ভূঁইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। ডিএসই চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের এই সুযোগ নিঃসন্দেহে দেশের এসএমই খাতের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। তিনি আরো বলেন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করাই যথেষ্ট নয়, একে সফল করতে হবে।

ডিএসই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আমিন ভূঁইয়া বলেন, বর্তমানে ৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের সুযোগ থাকলেও এসএমই'র সংজ্ঞা পরিবর্তন হলে এর পরিমাণ আরো বাড়বে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, ভারতের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ৬০%, চীন ও জাপানে প্রায় ৭০% হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২৫%। এই হার বাড়াতে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তিনি আরো বলেন, দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অন্যতম বড় সমস্যা পুঁজি সংকট। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বছরে এই খাতে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেয়া হলেও প্রকৃত চাহিদা অন্তত তিন গুণ বা ৫ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো। সেই সংকট সমাধানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজার থেকে

এসএমই ফাউন্ডেশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

মূলধন সংগ্রহের সুযোগ করে দিতেই বিধিমালা তৈরি করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-বিএসইসি। তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান।

ডিএসই চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুসুর রহমান বলেন, সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দুই দফায় প্যাকেজ ঘোষণা করলেও নানা জটিলতায় বেশিরভাগ উদ্যোক্তা তার সুফল পাননি। সেক্ষেত্রে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারা তাদের জন্য একটা বড় সুযোগ। কারণ দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা হচ্ছে পুঁজিবাজার।

৩ বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে নিম্নরূপ কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা করবে:

- এসএমই খাতের উন্নয়নে যৌথ গবেষণা পরিচালনা ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলনের বিষয়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে যৌথ প্রচারণা;
- পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলনে এসএমই উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে যৌথ উদ্যোগে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন;
- এসএমই ফাউন্ডেশন পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলনে আগ্রহী ও যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা সরবরাহ করবে;
- এসএমই খাতের উন্নয়নে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- সবুজ অর্থনীতি বা পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে ধারণা প্রদান করবে এবং উভয় পক্ষ প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিধি অনুসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজার থেকে মূলধন আহরণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ৩০ এপ্রিল ২০১৯ থেকে 'ডিএসই এসএমই' প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এসএমই খাতভুক্ত কোম্পানিসমূহ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে ৬টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের লেনদেন শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ওরাইজা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, মাস্টার ফিড অ্যাগ্রো টেক, এপেক্স উইভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিমিটেড, ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়েস লিমিটেড, হিমাদ্রী লিমিটেড ও বেঙ্গল বিস্কুট লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-ডিএসই'র চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে এ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-বিএসইসি'র কমিশনার ড. মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান।

ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতবিনিময় সভা

১৫ জুলাই ২০২১ দেশের বিভিন্ন এসএমই ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২২টি ক্লাস্টারের ৩০জন প্রতিনিধির সাথে অনলাইনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টারের প্রতিনিধিগণ স্বীয় ক্লাস্টারের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। করোনাকালীন সময়ে তাদের ব্যবসায় বিদ্যমান অবস্থা এবং করোনা পরবর্তী সময়ে মন্দা কাটিয়ে উঠতে তাদের পরিকল্পনা ও ফাউন্ডেশনের নিকট তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরেন। সভায় ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, করোনার কারণে ব্যবসার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পণ্য বহুমুখীকরণ, সময়োপযোগী ডিজাইন ও গুণগত মান এর কোনো বিকল্প নেই। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ক্রেতা-বিক্রেতাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আগ্রহী করেছে। তিনি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কর্তৃক সিএমএসএমই খাতের জন্য ঘোষিত দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্লাস্টার ও নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

‘৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জঃ এসএমই প্রেক্ষিত’ ওয়েবিনার আয়োজন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসএমই খাতের উন্নয়নে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। সেই সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির ব্যবহার বাড়াতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। ১২ আগস্ট ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জঃ এসএমই প্রেক্ষিত’ ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। প্যানেল আলোচক ছিলেন এটুআই'র হাবিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স ও মেকাট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শামীম আহমেদ দেওয়ান এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সজল চন্দ্র বণিক।

ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগাতে আইসিটি ব্যবহারের বিকল্প নেই। তাই এই বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সচেতন করতেই এই ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

ওয়েবিনারে জানানো হয়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ কোনও নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানে আবদ্ধ থাকবে না।

‘৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জঃ এসএমই প্রেক্ষিত’ ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বরং এটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। পণ্য ও সেবা উৎপাদনের টুলস ব্যবহার করে কাঁচামাল, মানব সম্পদ, সময় ইত্যাদির সর্বোত্তম ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, পরিবেশ সুরক্ষাসহ সর্বোপরি সবার জন্য মানসম্মত জীবন-যাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করবে। অনগ্রসর, প্রান্তিক, বিশেষভাবে সক্ষম ও নারীদেরকে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন টেকনোলজিতে দক্ষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টনের ব্যয় অভাবনীয় হারে হ্রাস পাবে, কারণ মানুষকে সহায়তা করবে মেশিন। তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি। এজন্য এমএসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রযুক্তি আত্তীকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য। ওয়েবিনারে ফাউন্ডেশনের বেশ কয়েকজন পর্ষদ সদস্য উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ৭০ এসএমই উদ্যোক্তা এ ওয়েবিনারে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি ২০১১ সালে, জার্মান সরকারের একটি হাইটেক প্রকল্প থেকে। একে সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে তুলে নিয়ে আসেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ক্লস শোয়াব। ২০১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘The Fourth Industrial Revolution’ বইটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

‘Export Readiness Fund (ERF)-এর আওতায় আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ কর্মশালা

রপ্তানি বাজারে উদ্যোক্তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশ, সামাজিক ও গুণগতমান (ESQ) উন্নতিকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ডিজাইনসহ রপ্তানিমুখী পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Export Competitiveness for Jobs (EC4J) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের Export Readiness Fund (ERF) শীর্ষক কম্পোনেন্টের ম্যাচিং-গ্র্যান্ট প্রোগ্রামের আওতায় চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল খাত এবং Medical and Personal Protective Equipment (MPPE) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এ তহবিল থেকে রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি সম্ভাবনাময় এসএমই উদ্যোক্তাদের অনুদান প্রাপ্তিতে সহায়তাকল্পে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ৩১ আগস্ট ২০২১ অনলাইনে কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। কর্মশালায় বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর মনোনীত উদ্যোক্তাসহ ৯০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের

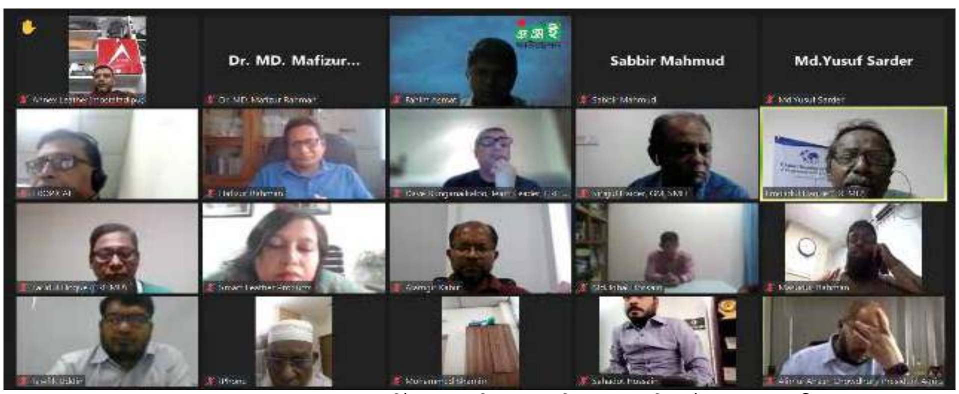

‘Export Readiness Fund (ERF)-এর আওতায় আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পরিচালক এনায়েত হোসেন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, ERF বাংলাদেশ টিম লিডার Mr. Dave Runganaikaloo, ডেপুটি টিম লিডার মোঃ এমদাদুল হক, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি।

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাব্য রপ্তানি বাজার নিয়ে গবেষণা, রপ্তানি প্রস্তুতি কর্মসূচি, রপ্তানি পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, পণ্যের মান, স্ট্যান্ডার্ড ও কমপ্লায়েন্স, পণ্যের নকশা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতিসহ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তার অংশ হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের পণ্যের তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রোডাক্ট ক্যাটালগ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ক্যাটালগটিতে পণ্যের প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি, স্পেসিফিকেশন, ইউনিট মূল্য, রপ্তানির অর্থ প্রদানের পদ্ধতি, যোগাযোগের বিবরণ, কোম্পানির প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২৮ জুলাই ২০২১ রপ্তানি সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনলাইনে এ বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে রিসোর্সপার্সন ছিলেন বিডি ক্রিয়েশন এর চিফ ওপারেটিং অফিসার (সিওও) মোস্তফা আহমেদ পিয়াস। পরবর্তীতে উদ্যোক্তাদের নিকট হতে পণ্যের ছবিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ক্যাটালগটির ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। ক্যাটালগে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের তৈরি পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী এবং পাদুকা, হস্তশিল্প, ফ্যাশনওয়্যার-তৈরি পোশাক, হোম ডেকোর ও অন্যান্য পণ্য স্থান পেয়েছে।

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি

COVID Response: Stress Management for Women Entrepreneurs কর্মশালা

করোনা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়েছে সিএমএসএমই নারী-উদ্যোক্তাগণ। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য কৌশলগত করণীয় নির্ধারণ এবং তাঁদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক উৎকণ্ঠা প্রশমনের লক্ষ্যে অনলাইনে 'Workshop On COVID Response: Stress Management for Women Entrepreneurs' ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (CWCCI) এর সদস্যদের জন্য ১৩ জুলাই ২০২১ আয়োজিত প্রশিক্ষণে যুক্ত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার সভাপতি বেগম চেমন আরা তৈয়ব এমপি, চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বারের সভাপতি মনোয়ারা হাকিম আলী, ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান এবং ইস্ট ইন্ডিয়া, SAARC এর প্রেসিডেন্ট টিঙ্কু রাজিব গুপ্ত।

৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ একই বিষয়ে ২য় প্রশিক্ষণ চাঁদপুর, শেরপুর, পাবনা ও সুনামগঞ্জ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ৩য় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩টি প্রশিক্ষণে ১২০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে করোনা সংকট মোকাবেলায় নারী-উদ্যোক্তাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন, খাদ্য-পুষ্টি, ইয়োগা ও সুস্থ জীবন বিধি নিয়ে আলোচনা করেন মোটিভেশনাল স্পিকার রেহানা আক্তার রুমা, ইশরাত জাহান রিমি, শামীমা আক্তার এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নাহিদ পারভীন। প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

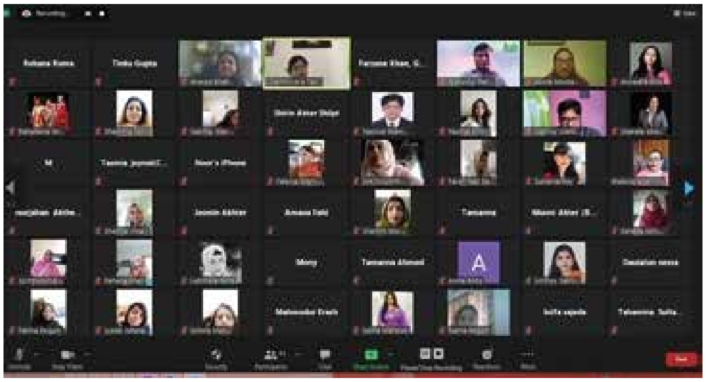

Stress Management for Women Entrepreneurs কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

'Business Crisis Management and Recovery Planning for Women Owned Business' প্রশিক্ষণ

Business Crisis Management and Recovery Planning for Women Owned Business প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সংকট মোকাবেলা ও ক্ষতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৪ জুলাই ২০২১ বরিশাল উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইনে 'Business Crisis Management and Recovery Planning for Women Owned Business' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী সংস্থা 'ITC SheTrades'র 'Crisis Managment Tool Kit' ব্যবহার করে ব্যবসায়ের ক্ষতি চিহ্নিতকরণ, সম্ভব্য সুযোগ চিহ্নিতকরণ, বিকল্প রিসোর্সসমূহ, কাঁচামাল, মুলধন, বিকল্প বাজার ও বিপণন পদ্ধতিসমূহ নিয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন মাহফুজুল হক। প্রশিক্ষণে ২৫জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

'Online Business Communication & Skill Development' প্রশিক্ষণ

১৪-১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনলাইনে এবং ১৮-২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ যশোরে 'Business Communication and Online Business Skill Development' ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে করোনা মহামারীর সময়ে নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে পণ্য বাজারজাতকরণ কৌশল, নতুন ব্যবসায়িক এটিকেটস, ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ই-মার্কেটিং, ফেসবুক বুস্টিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মহামারীর সময়ে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য করণীয় ও বর্জনীয়সহ আধুনিক প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় ১০০জন নারী-উদ্যোক্তাকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

'Online Business Communication & Skill Development' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

'প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে নারী-উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা' প্রশিক্ষণ

'প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে নারী-উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রণোদনা প্যাকেজসহ প্রথাগত উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী-উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বিষয়ে ১২ আগস্ট ২০২১ রাজশাহীতে, ১৭ আগস্ট ২০২১ দিনাজপুরে, ২২ আগস্ট ২০২১ রংপুরে, ২৪ আগস্ট ২০২১ কুমিল্লা এবং ২৬ আগস্ট ২০২১ ময়মনসিংহে ৫টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার মূলনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ধরন ও বৈশিষ্ট্য, ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগত ধাপ এবং অর্থায়নের বিকল্প উৎসসমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়া পরিকল্পিত ব্যবসায়িক করণীয় নির্ধারণ, হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল আলোচনা, আর্থিক ধারণা ও পরিকল্পনা এবং ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া বিশেষতঃ করোনা প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য করণীয়-বর্জনীয় নিয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। ৫টি প্রশিক্ষণে ২১০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসএমই খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিদর্শনকালে মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে চাহিদা অনুযায়ী রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় লকডাউন থাকায় এসএমই খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের ৩০টি প্রশিক্ষণে ১০১৩জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য 'নতুন ব্যবসা তৈরি' ৫টি, 'বিপণন ব্যবস্থাপনা' ২টি, 'E-Commerce for SMEs' ৫টি, 'আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া' ২টি এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাদের জন্য 'ব্লক-বাটিক' ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ১৫টি প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণে ৫৬৩জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ট্রেডবডিজ/অ্যাসোসিয়েশন/চেম্বারসমূহের সহযোগিতায় আরো ১৫টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিক্ষণসমূহে ৪৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম	বিষয়	সহযোগী প্রতিষ্ঠান	ভেন্যু	তারিখ
১	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	রাঙ্গামাটি	২২-২৬ আগস্ট'২১
২	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	গাজীপুর	২২-২৬ আগস্ট '২১
৩	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি	উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	ময়মনসিংহ	২৪-২৮ আগস্ট '২১
৪	আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি	চিটাগাং উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিইসিসিআই)	চট্টগ্রাম	২৬-৩০ আগস্ট '২১
৫	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	অ্যাসোসিয়েশন অব বিউটি সেলুন ওনার্স (এ্যাবসো)	ঢাকা	০৪-০৮ সেপ্টেম্বর '২১
৬	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	বান্দরবান	১২-১৬ সেপ্টেম্বর '২১
৭	আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	রাঙ্গামাটি	১২-১৬ সেপ্টেম্বর '২১
৮	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	বরগুনা	১৫-১৯ সেপ্টেম্বর '২১
৯	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	নড়াইল	১৮-২২ সেপ্টেম্বর '২১
১০	ফ্যাশন ডিজাইন	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই)	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯-২৩ সেপ্টেম্বর'২১
১১	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি	উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	কুমিল্লা	২৬-৩০ সেপ্টেম্বর '২১
১২	পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	বরিশাল	১৭-২১ সেপ্টেম্বর '২১
১৩	ফ্যাশন ডিজাইন	চিটাগাং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিইসিসিআই)	চট্টগ্রাম	২৩-২৭ সেপ্টেম্বর '২১
১৪	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সিলেট	২৫-২৯ সেপ্টেম্বর '২১
১৫	ব্লক-বাটিক	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	পাবনা	২৬-৩০ সেপ্টেম্বর '২১

বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে 'এসএমই নারী-উদ্যোক্তা ডাটাবেজ'

বাংলাদেশের নারী-উদ্যোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যাবলী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য 'এসএমই নারী উদ্যোক্তা ডাটাবেজ' তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে ০৩ আগষ্ট ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, বিশ্ব ব্যাংকের ট্রেড অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস গ্লোবাল প্র্যাকটিস অ্যানালিস্ট Anja Robakowski ও সিনিয়র অপারেশন অফিসার Noa Catalina Gimelli এবং ঢাকা কার্যালয়ের প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট হোসনা ফেরদৌস সুমী ও অফিসার তাশমিন লায়লা। সভায় ডাটাবেজ এর ওপর বিস্তারিত ধারণা উপস্থাপন করেন কনসালটেন্ট ফার্ম ইনোভেশন এর প্রতিনিধি সদরুদ্দিন ইমরান ও রেদওয়ান রোকন।

'এসএমই নারী-উদ্যোক্তা ডাটাবেজ' তৈরি বিষয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

সভায় জানানো হয়, ২০২২ সালের প্রথম পার্বিকের মধ্যে ডাটাবেজটির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা যাবে।

'Waste Management: A Tool to Reduce Production Costs and Diversify Products' কর্মশালা আয়োজন

১৮ আগস্ট ২০২১ পাবনা হোসিয়ারি ক্লাস্টার এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ পূর্ব মাদারবাড়ী লেদার ক্লাস্টারে 'Waste Management: A Tool to Reduce Production Costs and Diversify Products' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। কর্মশালায় কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের করণীয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারকে পণ্যবহুমুখীকরন ও উৎপাদন খরচ হ্রাসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাবনায় কর্মশালা আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে পাবনা হোসিয়ারি ম্যানুফ্যাকচার গ্রুপ। কর্মশালায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প মালিক গ্রুপ-এর সহায়তায় কর্মশালায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

১৭ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ও ১৫ আগস্টের সকল শহিদের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের হত্যার ঘটনা ঘটলেও শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কতোটা প্রয়োজন, ২০২১ সালে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। ১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য 'এই দেশের অর্থনীতির জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দেশের পল্লী অর্থনীতির ওপর, কারণ পল্লী অর্থনীতির ওপর দেশের অর্থনীতির ৮০ ভাগ নির্ভরশীল' প্রমাণ করে তিনি কতোটা দূরদর্শী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করতে তিনি একটি কমিশন গঠনেরও দাবি জানান।

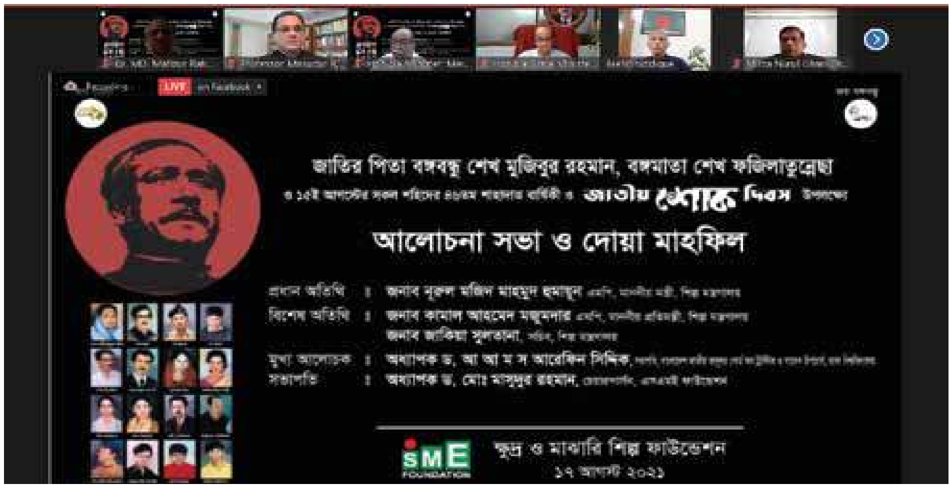

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হলেও এখন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার সময় হয়েছে। তার মতে, এজন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। তাই এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেয়া প্রয়োজন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারতো। করোনা মহামারী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পৌঁছে দেয়ার পরামর্শও দেন তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, ৫৬ বছরের জীবনের ৮৮ ভাগই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ব্যয় করেছেন দেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। মাত্র ১২ ভাগ সময় তিনি দিতে পেরেছেন নিজের পরিবারের জন্য। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা

করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে দ্বিতীয় ধাপে ২০০ কোটি টাকা ঋণ প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের অনুকূলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ ও ঋণ বিতরণ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে ২৯ আগস্ট ২০২১ অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য অন্যান্য আগ্রহী অংশীদার ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ২২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। এছাড়া ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বরিশাল জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বরিশাল সার্কিট হাউজে আয়োজিত অনুরুপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, বিসিক, উইমেন চেম্বার এবং জেলা চেম্বারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভায় অতিথিবৃন্দ

০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজন করতে যাচ্ছে '৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১'। ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজিতব্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি । প্রতি বছরের মতো এবারো সারাদেশের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৩০০ এর বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠান তাঁদের উৎপাদিত দেশী পণ্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদান ও অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও পুরুষ ক্যাটাগরিতে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২১ প্রদান করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। মেলা'র অংশ হিসেবে এসএমই বিষয়ক সেমিনার, ক্রেতা-বিক্রেতার ম্যাচমেকিং ইভেন্টসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

সম্পাদনা পরিষদ: মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক; মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। ফোন: (+৮৮০২) ৪১০২৪১০৮-১০ ফ্যাক্স: ৪১০২৪১১১, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd